ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 138 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৩৮ ● কলকাতা ● ০৮ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● শনিবার ● ২৩ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

“ফাইলের জট ভেঙে পুলিশের মুখে হাসি” – পদোন্নতির নজির গড়ে বাহিনীর আস্থা জিতেছেন এডিজি অজয় রানাডে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি আটকে থাকা, বছরের পর বছর একই পদে কাজ করেও প্রাপ্য সম্মান না পাওয়া, প্রশাসনিক জটিলতায় ফাইল ঘুরতে থাকা—এই চেনা ছবিটাই যেন বদলাতে শুরু করেছিল ২০২৪ সালে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অন্দরে বহু কর্মীর কাছে সেই পরিবর্তনের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন বর্তমান এডিজি (ল’ অ্যান্ড অর্ডার) Ajay Ranade। পুলিশের অন্দরে এখনো অনেকের মুখে শোনা যায়, “বহু বছর পরে পদোন্নতির আশা বাস্তবে রূপ পেয়েছিল ওই সময়েই।”

রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে সাধারণত পদোন্নতি একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া বলেই পরিচিত। কনস্টেবল থেকে এএসআই, এএসআই থেকে এসআই—প্রতিটি ধাপেই বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় বহু কর্মীকে। অনেকে চাকরিজীবনের বড় অংশ পার করে দেন শুধুমাত্র একটি পদোন্নতির আশায়। কিন্তু ২০২৪ সালে সেই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নজিরবিহীন সংখ্যক পদোন্নতির সিদ্ধান্ত পুলিশ বাহিনীর অন্দরে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই বছরে প্রায় ৭০০০ কর্মী বিভিন্ন পদে পদোন্নতির সুযোগ পান। এক হাজারেরও বেশি এএসআইকে এসআই পদে উন্নীত করা হয়। শুধু তাই নয়, এএসআই (এবি) থেকে এসআই (এবি) পদে প্রায় ৪০০-র বেশি অফিসারের পদোন্নতি হয়। দীর্ঘদিন ধরে একই পদে কাজ করা বহু কনস্টেবল এএসআই হওয়ার সুযোগ পান। পাশাপাশি পুলিশ ড্রাইভারদের মধ্য থেকেও বিপুল সংখ্যক কর্মীকে এএসআই (এমটি) পদে উন্নীত করা হয়। সংখ্যাটা প্রায় ৫০০ বলে পুলিশ মহলে আলোচনা রয়েছে।

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 297

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর তিনি কি বাইরে বার করবার চেষ্টা করছিলেন? আমি নিজেরই আত্মচিন্তা করলাম। পরমাত্মাকে জানবার তীব্র ইচ্ছা মনে ছিল। আর ঈশ্বরকে জেনে ঐ রাস্তা অন্যকেও বলার তীব্র ইচ্ছা ছিল এবং কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই আমি এই রাস্তায় এসেছিলাম। কিন্তু পরমাত্মা তো এখনও আমারই মেলেনি, তাহলে তাঁর রাস্তা অন্যদের কি করে বলতে পারি? **ক্রমশঃ**

ভিডিও কলে অস্ত্র, বোমায় উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি! মোদীর ঝালমুড়ি বিক্রেতাকে ঘিরে হাই ভোল্টেজ চাঞ্চল্য

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হুমকির জেরে আতঙ্কিত ঝাড়গ্রামের ঝালমুড়ি বিক্রেতা। নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি খাওয়ার ঘটনায় যিনি একসময় দেশজুড়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন, এবার সেই ব্যবসায়ীকেই ঘিরে সামনে এল চাঞ্চল্যকর প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ। আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ও ভিডিও কলের মাধ্যমে লাগাতার ভয় দেখানো হচ্ছে বলে দাবি পরিবারের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে ঝাড়গ্রাম শহরে।

ঝাড়গ্রাম শহরের রাজ কলেজ মোড় এলাকার ঝালমুড়ি বিক্রেতা বিক্রমকুমার সাউ অভিযোগ করেছেন, গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে একাধিক নম্বর থেকে ফোন আসছে। কখনও দোকান বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, কখনও আবার ভিডিও কলে অস্ত্র দেখিয়ে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমদিকে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও পরপর হুমকি আসতে শুরু করায় আতঙ্ক বেড়ে যায়। বর্তমানে নিরাপত্তার কারণে বিক্রম নিজে দোকানে বসছেন না বলেও খবর। পরিবার নিয়েও চরম উদ্বেগে রয়েছেন তিনি। এলাকাবাসীদের মধ্যেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও সাইবার বিশেষজ্ঞদের দল। যেসব আন্তর্জাতিক নম্বর থেকে ফোন ও ভিডিও কল এসেছে, সেগুলির উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এলাকায় নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল ঝাড়গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে এসে সভা শেষে আচমকাই রাস্তার ধারের ওই দোকানে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে দাঁড়িয়েই ঝালমুড়ি খান তিনি। সেই মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছিল। এরপর থেকেই আলোচনায় উঠে আসে ঝাড়গ্রামের ওই ছোট্ট দোকানটি। অন্যদিকে আতঙ্কিত বিক্রমের বক্তব্য, “একটার পর একটা ফোন আসছে। পরিবার নিয়ে খুব ভয়ে আছি। দোকান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। আমরা নিরাপত্তা চাই।”

ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

আগে নির্দিষ্ট করে বলুক কোন অংশটা বেআইনি,' বাড়ি ভাঙা নিয়ে প্রশ্ন করতেই ফুঁসে উঠলেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাড়ি ভাঙার পুর-নোটিস নিয়ে এবার পাল্টা সুর চড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরদের জরুরি বৈঠক শেষে তাঁর বাড়ি ভাঙার পুর-নির্দেশিকা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখায় তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডকে।এখানে মনে করুয়ে দেওয়া দরকার, গত মঙ্গলবার বিকেলে দলের বিধায়কদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ সাফ জানান, ''ওরা যা খুশি করুক। আমার বাড়ি ভেঙে দিক, নোটিস পাঠাক। আমি এসবের কাছে কোনও অবস্থাতেই মাথা নত করব না।'' একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, এমন মানসিকতার মুখ্যমন্ত্রী বাংলা আগে কখনও দেখেনি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, "আগে বলতে বলুন নির্দিষ্ট করে কোন অংশটা বেআইনি। স্পেসিফিক বলতে বলুন, তারপর এসব জিজ্ঞেস করবেন।"

বিগত বেশ কয়েক দিন ধরেই চর্চায় রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই প্রধান 'ডেরা'। একটি ১৮৮এ, হরিশ মুখার্জি রোডের প্রাসাদোপম বহুতল 'শান্তিনিকেতন',

এরপর ৩ পাতায়

জলদাপাড়ার কোলঘেঁষে 'রামের ভক্ত বানরদের আনাগোনা,চর্চায় মাদারিহাট

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

জলদাপাড়া বনাঞ্চল সংলগ্ন মাদারিহাট থানার সামনে শুক্রবার সকালে হঠাৎ করেই বহু বানরের জমায়েত নজর কাড়ে পথচলতি মানুষ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের। সাধারণত এলাকায় দু-একটি বানরের দেখা মিললেও এদিন একসঙ্গে এত সংখ্যক বানরের উপস্থিতি

এরপর ৪ পাতায়

দিল্লি সফরে শুভেন্দু অধিকারী, রাজনাথের পরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মূর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লি সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ সাড়ার পরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মূর সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ সারলেন তিনি। এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ছবিও শেয়ার করা হয়।এ ছাড়াও আজ শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণেরও বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যে পরিবর্তনের পর বাংলার জন্য কেন্দ্রের আরও আর্থিক বরাদ্দের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে যে বাধা এবং খরচের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠেছে, নতুন সরকারের আমলে সেই অভিযোগও দূর হবে বলেই এতদিন দাবি করে এসেছে বিজেপি নেতৃত্ব। ফলে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী-অর্থমন্ত্রী সাক্ষাতে বাংলার লক্ষ্মীলাভের সম্ভানাও থাকছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লিতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেই দেখা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে। দু'জনের মধ্যে বৈঠকও হয়। তারপরে রাতে তিনি ছিলেন বঙ্গভবনে।

তারপরে শুক্রবার ১০টা নাগাদ রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারপরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পরে উপরাষ্ট্রপতি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গেও। দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। বিকেল চারটের পরে দেখা হওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও।

গত বুধবারই বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফ-কে প্রথম দফার জমি হস্তান্তর করেছে রাজ্য সরকার। জাতীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিতে চায় কেন্দ্রীয় সরকারও। রাজ্যে পরিবর্তনের পর সেই কাজই তরান্বিত হবে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। ফলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা নিয়েই আলোচনা হয় বলে মনে করা হচ্ছে।

হাইভোল্টেজ' সফর, একের পর এক দুর্নীতি তদন্তে দিল্লিতে দাঁড়িয়েই বড় কথা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বাংলার দায়িত্ব পাওয়ার পর এই প্রথমবার দিল্লি গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। দিনভর ঠাসা কর্মসূচী। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও নীতিন নবীন, রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হবে। তারপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা। সেই মতোই বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।মমতা সরকারকে কটাক্ষ করেই এদিন তিনি বলেন, এতদিন আয়ুষ্মান মন্দির নামটি ব্যবহার করা হয়নি তার কারণ আগের মুখ্যমন্ত্রীর ভোটাররা তাতে ক্ষুব্ধ হতেন।তার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বেশকিছু কথা বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাফ কথা, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বকেয়া টাকা নিয়ে নিয়ম মেনে কাজ হবে। শিক্ষক নিয়োগ, পুর দুর্নীতি, আর জিকরের ঘটনায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের অনুমতি বিগত সরকার দেয়নি। আমরা সেই অনুমোদন দিয়েছি। সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হবে। অনুপ্রবেশকারীদের জেলে রেখে ভারতীয় করদাতাদের পয়সা নষ্ট করবে না সরকার। চিহ্নিত হওয়ার পর তাদের ফেরত পাঠানো হবে।

তিনি আরও বলেন, জলশক্তি মন্ত্রকে অধীনে মোট ৩৯ হাজার কোটি টাকা দেবে কেন্দ্র। আয়ুষ্মান মন্দিরের জন্য শনিবার বেলা বারোটায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য

(২ পাতার পর)

আগে নির্দিষ্ট করে বলুক কোন অংশটা বেআইনি,' বাড়ি ভাঙা নিয়ে প্রশ্ন করতেই ফুঁসে উঠলেন অভিষেক

যেখানে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে থাকেন অভিষেক। অন্যটি ১২১ কালীঘাট রোডের বাড়ি, যা নথিতে অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে হলেও সেটিকে 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার সম্পত্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। কলকাতা পুরসভার পাঠানো জোড়া নোটিসকে কেন্দ্র করেই আপাতত এই দুই সম্পত্তি নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে বালিগঞ্জ ও তিলজলা-সহ অভিষেকের মোট ১৭টি সম্পত্তি তাঁদের স্ক্যানারে বা আতসকাচের তলায় রয়েছে। তবে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ভবানীপুর বিধানসভা এলাকার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ওই দুটি বাড়ির দেওয়ালেই নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। পুরসভার দাবি, এই দুই ঠিকানার নির্মাণে মূল নকশার বাইরে গিয়ে 'প্ল্যান-বহির্ভূত' বেশ কিছু অংশ তৈরি করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। নোটিসে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আগামী ৭ দিনের মধ্যে ওই বেআইনি অংশ নিজেদের উদ্যোগে ভেঙে ফেলতে হবে। অন্যথায় নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলে পুরসভাই বুলডোজার নামিয়ে সেই অবৈধ নির্মাণ গুঁড়িয়ে দেবে। পুরসভার এই চরম হুঁশিয়ারির জবাবেই আজ পাল্টা রণং দেহি মেজাজে অবতীর্ণ হয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণের দাবি তুললেন অভিষেক।

সম্পাদকীয়

বাইক দুর্ঘটনা এড়াতে কাঁথিতে জেলা পুলিশের তরফে সচেতনতা শিবির

পূর্ব মেদিনীপুর: জেলা পুলিশের উদ্যোগে কাঁথি সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে দুর্ঘটনা এড়াতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য শুরু হল সচেতনতা শিবির। এদিন সকাল থেকেই এলাকায় বিভিন্ন রাস্তায় বাইক আরোহীদের দাঁড় করিয়ে চেক করা হয়। তাঁদের মাথায় হেলমেট লাগানো কি না, তা দেখে দেখে সতর্ক করা হয় আরোহীদের।নব্য বিজেপি কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী। তিনি জানালেন যে এইভাবে বিজেপি করা যাবে না। তৃণমূল থেকে এসে বিজেপিতে নয়। যারা দলের পুরনো কার্যকর্তাদের উপর হামলা চালিয়েছে তাদের ক্ষমা নয়। বাড়িতে ফুল নিয়ে দেখা করতে আসা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আশা কর্মীকেএভাবেই হুশিয়ার দিলেন কৌস্তভ ।তারই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল।যাঁদের মাথায় হেলমেট নেই তাঁদেরকে যেমন হেলমেট দেওয়া হয়, তেমনই যাঁরা হেলমেট পড়ে বেরিয়েছেন তাদেরকে গোলাপ ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে।

এখান থেকেই জেলা পুলিশের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন সময়ে যে বাইক আরোহীদের চেকিং করা হবে, তা নিয়ে সতর্কতা মূলক প্রচারও করা হয়। এছাড়াও রাস্তার পাশে যে সমস্ত জায়গায় রাস্তা অবরোধ করা রয়েছে, তা অবিলম্বে মুক্ত করার জন্য অভিযান চালানো হবে জেলা পুলিশের তরফে। দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার পারদ প্রতিদিনই চরছে তরতর করে। এই পরিস্থিতিতে দিনভর রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে যে ট্রাফিক পুলিশরা তাঁদের দায়িত্ব সামলান, তাঁদেরও কিছুটা স্বস্তি দিতে সানগ্লাস ও ছাতা তুলে দেওয়া হয় হাতে। দুপুকে রোদ প্রখর থাকলে ২ ঘণ্টা করে প্রত্যেককে বিশ্রাম দেওয়ার বিষয়েও ঘোষণা করা হয়।

বিক্ষোভ অস্থায়ী কর্মচারীদের

এদিকে, রাজ্যের অন্য প্রান্তে উত্তর দমদম পুরসভার গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে অস্থায়ী কর্মচারীরা। সঠিক সময় সঠিক বেতন না মেলার কারণেই বিক্ষোভ প্রদর্শন। শুক্রবার সকাল থেকে পৌর পরিষেবা বন্ধ রেখে পুরসভার গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ করছেন পুরসভার অস্থায়ী মহিলা ও পুরুষ কর্মচারীরা। তাদের দাবি, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তারা সঠিক সময় তাদের নির্দিষ্ট বেতন পাচ্ছেন না। এক এক সময় এক এক রকম বেতন দেওয়া হচ্ছে। গতকাল অর্ধেক বেতন তারা পেয়েছে। কিছুদিন আগে তারা বেতন বাড়ানোর দাবিতে স্মারক লিপিও জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও তারা অর্ধেক বেতন পান। তার কারণেই এদিন তাদের এই বিক্ষোভ আন্দোলন। পৌরসভার গেটের বাইরে তালা ঝুলিয়ে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভে পৌর কর্মচারীরা।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তেরোতম পর্ব)

যায়, তাই সর্পদংশন প্রতিরোধ ও সাপের বিষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তাঁর পূজা করা হয়। এছাড়া ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততির জন্য মা মনসার পূজা করা হয়। মনসা মূলত একজন আদিবাসী দেবতা। নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যে তাঁর পূজা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজেও মনসা পূজা প্রচলন লাভ করে। বর্তমানে মনসা আর আদিবাসী দেবতা নন, বরং তিনি একজন হিন্দু দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। হিন্দু দেবী হিসেবে তাঁকে নাগ বা সর্পজাতির পিতা কশ্যপ ও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

জলদাপাড়ার কোলঘেঁষে 'রামের ভক্ত বানরদের আনাগোনা,চর্চায় মাদারিহাট

ঘিরে সৃষ্টি হয় ব্যাপক কৌতূহল।প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ মজার ছলে বলতে শুরু করেন,এরা কি থানার সামনে ধর্মঘটে নেমেছে, নাকি রামরাজ্যের বার্তা দিতেই একত্র হয়েছে ? কেউ আবার অযোধ্যার রামমন্দির সংলগ্ন এলাকায় দেখা বানরদের সঙ্গে এই দৃশ্যের মিল খুঁজে পান। যদিও বিষয়টি সম্পূর্ণই স্থানীয়দের কৌতুক ও আলোচনার অংশ, তবুও ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।বানরগুলিকে দেখতে সকাল থেকেই ভিড় জমাতে থাকেন বহু মানুষ। কেউ বিস্কুট,কেউ কলা ও বিভিন্ন খাবার দিয়ে তাদের আপ্যায়নের চেষ্টা করেন।বানরগুলিও নির্ভয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকায় দৃশ্যটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।স্থানীয়দের মতে, অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন মাদারিহাট থানা চত্বর ও আশপাশের এলাকা যেন এক ভিন্ন আবহে সেজে উঠেছিল।বনাঞ্চল লাগোয়া এই অঞ্চলে হঠাৎ এত সংখ্যক বানরের উপস্থিতি যেমন কৌতূহল বাড়িয়েছে, তেমনি পথচারীদের মধ্যেও এনে দিয়েছে এক অন্যরকম আনন্দের মুহূর্ত।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি হচ্ছে ন্যায় কর্ম প্রতিষ্ঠাতা,তিনি কর্মফলদাতা ন্যায় কর্ম যিনি করেছেন তা না প্রতিদিনই খুশি হয়েছেন । যে অন্যায় করেছেন তার প্রতিদিনই রুষ্ট হয়েছেন ইনি হচ্ছেন শনি দেবতা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কেউ পদত্যাগ করবেন না! বিজেপি চাপ দেবে, মামলা হলে দল লড়াই করবে', কাউন্সিলরদের পেপটক মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা পুরসভাকে ঘিরে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। একদিকে পুরসভার অধিবেশন কক্ষে তালা পড়াকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক, অন্যদিকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি সংক্রান্ত নোটিস ঘিরে চাপানউতোর - এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার কালীঘাটে দলীয় কাউন্সিলরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেখানে উপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা - কোনও পরিস্থিতিতেই কেউ পদত্যাগ করবেন না, আর কারও বিরুদ্ধে মামলা হলে দল আইনি লড়াইয়ে পাশে থাকবে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সাম্প্রতিক প্রশাসনিক চাপ, পুরসভা বিতর্ক এবং দলীয় প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপের আবহে তৃণমূল নেতৃত্ব এখন স্পষ্টতই প্রতিরোধের রাস্তায় হাঁটছে। শুক্রবারের কালীঘাট বৈঠক সেই বার্তাই আরও জোরালো করে দিল।দলীয় সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে কলকাতা পুরসভার ১৩৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে প্রায় ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শুক্রবার সকালে কলকাতা পুরসভায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে এদিন ক্ষোভ উগরে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্ধারিত মাসিক অধিবেশনের দিন পুরসভার মূল সভাকক্ষের দরজায় তালা ঝুলতে দেখে কার্যত হতবাক হয়ে যান কাউন্সিলররা। ভিতরে ঢোকার সুযোগ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত অন্য একটি ঘরে বসেই সভা করতে বাধ্য হন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা। চেয়ারপার্সন মালা রায় ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম সেই বিকল্প বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এই ঘটনাকে 'বেআইনি' বলে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী। বৈঠকে তিনি বলেন, 'এভাবে কাউন্সিলরদের ঘরে ঢুকতে না দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি। ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধর্নার দিন ঠিক করো। কাউন্সিলররা থাকবে। পুলিশ মামলা দিক, দল আইনজীবী দিয়ে লড়বে।'

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু পুরসভা বিতর্ক নয়, বাড়ি বাড়ি নোটিস পাঠানোর বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, শুধুমাত্র নোটিস পাঠিয়ে কোনও বাড়ি ভেঙে দেওয়া যায় না। তার নির্দিষ্ট আইনগত প্রক্রিয়া রয়েছে। আগে অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে, তারপর পদক্ষেপ করা যায়।

এই প্রসঙ্গেই কাউন্সিলরদের উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দেন, 'চাপ আসবে, ভয় দেখানো হবে, কিন্তু কেউ পদত্যাগ করবে না। দল সবার পাশে আছে।'

সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ৯ নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন দেবলীনা বিশ্বাস পদত্যাগ করেন। সেই বিষয়েও এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, আগামী সাত দিনের মধ্যে নতুন বরো চেয়ারম্যান ঠিক করা হবে। বৈঠকে কাউন্সিলর সানা আহমেদের ভূমিকাতেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তৃণমূল নেত্রী। সূত্রের খবর, আজান সংক্রান্ত একটি ঘটনায় তাঁকে এফআইআর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা না করায় বিরক্ত হন মমতা।

অন্যদিকে বৈঠকে উপস্থিত কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বার্তা দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'মানুষ আপনাদের পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করেছে। নিজেদের কাজ করে যান। আপনাদের রাখবে কি রাখবে না, সেটা মানুষ ঠিক করবে। বিজেপি নয়।'

রাস্তায় নমাজে নিষেধাজ্ঞা, সরকারি নির্দেশিকার বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছে তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ভার্চুয়াল বৈঠক হবে। অনুমোদনও দেওয়া হবে। পি ডব্লিউ ডি-র সঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির শুক্রবার বৈঠক হচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পাল্টানোর কারণে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে ছিল আমরা সেসব সমাধান করব।

রাজনৈতিক পালাবদলের পর রাস্তা আটকে নমাজ পাঠের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এর বিরুদ্ধে দিকে দিকে প্রতিবাদ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। এবার রাস্তায় ধর্মাচরণ নিয়ে সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে মেটিয়াবুরুজের এক মহিলা তৃণমূল কাউন্সিলরকে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।রাস্তায় নমাজ পাঠে নিষেধাজ্ঞা-সহ বেশ কয়েকটি সরকারি নীতির বিরুদ্ধে সম্প্রতি পার্ক সার্কাস, রাজাবাজারে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়ান কয়েকজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। পার্ক সার্কাসে পুলিশের উপর হামলার এই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই সব ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারও করা হয়। রাস্তায় নমাজ পড়া নিয়ে রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধের পর আজ, শুক্রবার রাজবাজার, তোপসিয়া, পার্কসার্কাস, তিলজলার মতো এলাকায় রাস্তা আটকে নমাজ পড়া হয়নি। মসজিদগুলির মধ্যেই দুটি শিফটে নমাজ পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। তাই মসজিদের মধ্যেই জুম্মার নমাজ পাঠ করতে পেরেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বিরা। শীঘ্রই ওই কাউন্সিলর এই নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে।

আজ কালীঘাটের বাড়িতে কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে উঠে আসে রাস্তায় নমাজ পড়া নিয়ে রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধের প্রসঙ্গ। সূত্রের খবর, সেই প্রসঙ্গ উঠতেই মমতা মেটিয়াবুরুজের এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে অবিলম্বে রাজ্য সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দেন।

ভারত-নেদারল্যান্ডস কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপরেখা [২০২৬-২০৩০]

(ষষ্ঠ পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫. শক্তি রূপান্তর, সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং সামুদ্রিক উন্নয়ন

ক. নবায়নযোগ্য শক্তির উপর একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা এবং সর্বোত্তম অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নিয়মিত সভা করা, একে অপরের শিল্প বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সবুজ হাইড্রোজেন, জৈবশক্তি, জৈব-রাসায়নিক বা চক্রাকার ফিডস্টক, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং ব্যাটারি স্টোরেজের ক্ষেত্রে শিল্প অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা সহজতর করবে।

খ. নবায়নযোগ্য হাইড্রোজেন ক্ষেত্রে যৌথ কার্যক্রমের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা; এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে ভারত ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে একটি গ্রিন করিডোর স্থাপন।

গ. জলবায়ু বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও গভীর করার লক্ষ্যে একটি যৌথ কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে পরিবেশ ক্ষেত্রে জোরালো সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র অন্বেষণ করবে; পাশাপাশি জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন বিষয়ে সর্বোত্তম অনুশীলন, জ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিনিময় করবে।

ঘ. 'গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স', 'ইন্টিগ্রেটেড বায়োরিফাইনারিজ মিশন', 'ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স' এবং 'সুস্থায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কমবিট্রেক' -এর মতো উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে বায়োফুয়েল, বৃত্তাকার অর্থনীতি এবং বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে যৌথভাবে কাজ করবে।

ঙ. একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং সুস্থায়ী সামুদ্রিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে - বন্দর, অভ্যন্তরীণ নৌপথ এবং নৌ-পরিবহন খাতে উদ্ভাবনী সবুজ শক্তি সমাধানের প্রসার ঘটানো; পাশাপাশি সামুদ্রিক সহযোগিতা বিষয়ক সম্প্রতি নবায়নকৃত সমঝোতা স্মারক এবং ভারত ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে 'সবুজ ও ডিজিটাল সমুদ্র করিডোর' বিষয়ক সম্মত উদ্দেশ্যপত্র -এর আলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করা। এই পদক্ষেপ ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সক্ষমতাকে ইউরোপীয় বাজারের সঙ্গে একীভূত করার মাধ্যমে ভারতের সবুজ হাইড্রোজেন রপ্তানিকেও উৎসাহিত করবে।

চ. 'সামুদ্রিক সহযোগিতা বিষয়ক যৌথ কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী'-র কাঠামোর আওতায়, উভয় দেশ একটি পূর্ণাঙ্গ সবুজ ও ডিজিটাল সমুদ্র করিডোর বিষয়ক রূপরেখা অন্বেষণ করবে; যার মূল লক্ষ্য হলো ভারত ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে একটি পরিবেশগতভাবে টেকসই, ডিজিটালভাবে সমন্বিত

ক্রমশঃ

(১ম পাতার পর)

"ফাইলের জট ভেঙে পুলিশের মুখে হাসি" – পদোন্নতির নজির গড়ে বাহিনীর আস্থা জিতেছেন এডিজি অজয় রানাডে

এই বিপুল পদোন্নতি শুধুমাত্র প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল না—পুলিশ কর্মীদের একাংশের মতে, এটি ছিল বাহিনীর মনোবল পুনরুদ্ধারের একটি বড় পদক্ষেপ। কারণ দীর্ঘদিন ধরে বহু কর্মীর মধ্যে একটি হতাশা তৈরি হচ্ছিল। কঠোর পরিশ্রম, দায়িত্ব পালন এবং মাঠে কাজ করার পরও প্রাপ্য মূল্যায়ন না পাওয়ার অভিযোগ ছিল বিস্তর। সেই পরিস্থিতিতে পদোন্নতির এই ব্যাপক প্রক্রিয়া বাহিনীর নিচুতলা থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল বলে দাবি অনেকের।

ভবানীভবনের অন্দরে কর্মরত এক পুলিশ অফিসারের কথায়,

"অনেক সময় দেখা যেত ফাইল বছরের পর বছর পড়ে রয়েছে। কেউ অবসর নিয়ে যাচ্ছেন, অথচ পদোন্নতির মুখ দেখছেন না। ওই সময় প্রশাসনিক গতি অনেক বেড়েছিল। দ্রুত ফাইল নিষ্পত্তির একটা মানসিকতা তৈরি হয়েছিল।"

পুলিশের একাংশ মনে করে, প্রশাসনের বড় শক্তি শুধু কঠোরতা নয়, কর্মীদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিও। অসুস্থতা, পারিবারিক সমস্যা, দীর্ঘদিন দুর্গম এলাকায় কাজ—এই বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা শুরু হয়েছিল বলে দাবি উঠেছে। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল কিংবা সীমান্তবর্তী এলাকায় বহু বছর কর্মরত পুলিশ কর্মীদের আবেদন দ্রুত বিবেচনা করার প্রবণতা বাড়ে।

একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক বলেন, "যে কোনও বড় বাহিনীতে পদোন্নতি শুধু বেতন বাড়া নয়, এটা সম্মান ও স্বীকৃতির বিষয়। একজন কনস্টেবল যখন এএসআই হন, বা একজন এএসআই এসআই হন, তখন তাঁর পরিবারের মধ্যেও একটা সামাজিক মর্যাদা তৈরি হয়। সেই দিক থেকে ২০২৪ সালের পদোন্নতি প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

পুলিশ কর্মীদের একাংশের মতে, প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাই অজয় রানাডেকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। ভবানীভবনের অন্দরে অনেকেরই বক্তব্য, দীর্ঘদিনের জমে থাকা সমস্যাগুলি নিয়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছিলেন। যার ফলে বহু পুরনো ফাইল নিষ্পত্তি সম্ভব হয়।

তবে পুলিশ প্রশাসনের মতো বিশাল কাঠামোয় বিতর্কও কম নেই। বদলি, পোস্টিং বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ঘিরে নানা অভিযোগ মাঝেমধ্যেই ওঠে। কিন্তু বাহিনীর বহু কর্মীর মতে, শুধুমাত্র বিতর্ক নয়, ইতিবাচক দিকগুলিও সামনে আনা উচিত। কারণ হাজার হাজার কর্মীর পদোন্নতি বাস্তবায়ন কোনও সাধারণ প্রশাসনিক কাজ নয়।

এক পুলিশ কর্মীর কথায়,

"সমালোচনা থাকতেই পারে। কিন্তু যিনি এত সংখ্যক কর্মীর পদোন্নতির রাস্তা খুলে দিয়েছেন, তাঁর কাজের মূল্যায়নও হওয়া উচিত। অনেক পরিবারে ওই পদোন্নতি নতুন আশার আলো এনেছিল।"

বর্তমানে এডিজি (ল' অ্যান্ড অর্ডার) হিসেবে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলানোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন অজয় রানাডে। প্রশাসনিক মহলের মতে, মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং সংগঠনিক দক্ষতা—দুইয়ের সমন্বয়ই তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ পদে কার্যকর করে তুলেছে। পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরে কর্মীদের মনোবল ধরে রাখা এবং প্রশাসনিক ভারসাম্য বজায় রাখা—দুই ক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকা নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা রয়েছে।

রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশ মানেই নিরাপত্তা ও ভরসার প্রতীক। আর সেই বাহিনীর ভিত শক্তিশালী রাখতে কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য, পদোন্নতি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরি—এমনটাই মনে করছেন অনেকেই। কারণ একটি সন্তুষ্ট ও অনুপ্রাণিত পুলিশ বাহিনীই শেষ পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

পুলিশ মহলের একাংশের বক্তব্য,

"বাহিনীর মনোবল ভেঙে গেলে তার প্রভাব সরাসরি পড়ে কাজের উপর। তাই সময়মতো পদোন্নতি এবং কর্মীদের মর্যাদা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালে সেই বার্তাই স্পষ্ট হয়েছিল।"

ভবানীভবনের করিডরে এখনো অনেকের মুখে ঘোরে একটি কথা—

"পুলিশ শুধু নিয়মে চলে না, চলে মনোবলেও। আর সেই মনোবল ফিরিয়ে আনাই ছিল সবচেয়ে বড় সাফল্য।"

সিনেমার খবর

যে কারনে মানসিক চাপে ভুগেছেন কিয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মা হওয়ার পর জীবনে আসা পরিবর্তন ও মানসিক চাপ নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, মাতৃত্বের নতুন বাস্তবতায় নিজেকে মানিয়ে নিতে বেশ কঠিন সময় পার করতে হয়েছে তাকে।

প্রায় ১০ মাস আগে কন্যাসন্তান সরায়াহর জন্ম দেন কিয়ারা। এরপর থেকেই সন্তানকে ঘিরেই কেটে যাচ্ছে তার অধিকাংশ সময়। তবে এই সময়টায় নিজের মানসিক অবস্থার কথাও তুলে ধরেছেন অভিনেত্রী।

কিয়ারা বলেন,'বাচ্চাকে নিয়ে সবাই বেশি ভাবে। কিন্তু মায়ের ভেতরে কী চলছে, সেটা অনেক সময় কেউ খেয়াল করে না। মাতৃত্ব একজন নারীর পরিচয় পুরো বদলে দেয়। এটা যেন এক নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করা।'

তিনি জানান, নতুন মা হিসেবে নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রায় ছয় মাস সময় নিয়েছেন। এই সময়টাতে নিজের অনুভূতি বুঝতে, নতুন বাস্তবতা গ্রহণ করতে এবং কিছু পুরোনো অভ্যাস বদলাতে হয়েছে তাকে। অভিনেত্রীর ভাষায়, 'নিজের প্রতিটি কাজ নিয়ে আমরা অনেক সময় সমালোচনা করি। একটা সময়ে নিজের পরিচয় ও কাজ নিয়ে এমন কিছু পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি যে মাঝেমধ্যে কান্নাও পেত।'

৩৪ বছর বয়সে জীবনের এই নতুন অধ্যায় তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে বলেও জানান কিয়ারা। তিনি বলেন, এখন তিনি ভয় না পেয়ে এগিয়ে যেতে শিখেছেন এবং সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত সীমারেখা বুঝতে পেরেছেন।

শুটিংয়ে গুরুতর আহত জনপ্রিয় অভিনেতা, ফেটে গেছে হাড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজ্ঞাপনের শুটিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল দেব। পায়ের হাড় ফেটে গেছে তার। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য।

গেল মাসের শেষের দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি জানিয়েছেন অভিনেতা। উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ার দৃশ্য ছিল। বডি ডাবল ছাড়াই কাজটি করেন রাহুল। সেখানেই বাঁধে বিপত্তি।

রাহুল বলেন, 'বিপত্তি সেখানেই। উঁচু থেকে লাফ দিয়ে একটি কুশনের ওপর পড়ার কথা। আমি ঠিকই লাফিয়েছি। কুশনের ওপর পড়তেই সেটি সরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে যায়। ঘুরে যায় বাঁ পায়ের গোড়ালি।'

তৎক্ষণাৎ অভিনেতা বুঝতে পারেননি ঘটনার ভয়াবহতা। ওই অবস্থায় শুটিং শেষ করেন। দুই দিন পর 'এক্স রে' করলে চিকিৎসক জানান, তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে চিড় ধরেছে। তিন সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। পা প্লাস্টার করে দিয়েছেন চিকিৎসক।

এরমধ্যেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন অভিনেতা। কাজটি শেষ হওয়ায় তার জন্য কাউকে ভুগতে হচ্ছে না বলে মনে করছেন তিনি। অভিনেতা লিভ ইন করছেন মুগ্ধা গডসেক। তিনিই দেখভাল করছেন বলে জানান।

রাজনৈতিক গুঞ্জনে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন জিৎ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনের পাশাপাশি সরব ছিল টালিউডও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। একই মঞ্চে দেখা যায় টালিউডের একঝাঁক জনপ্রিয় তারকাকেও।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, যীশু সেনগুপ্ত, মমতা শংকর, ঋষি কৌশিক ও পায়েল সরকার-সহ আরও অনেকে।

তবে অনুষ্ঠানে অভিনেতা জিৎ-এর উপস্থিতির পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় নানা জল্পনা। দীর্ঘদিন ধরেই রাজনীতি থেকে দূরে থাকা এই অভিনেতাকে বিজেপির আয়োজনে দেখা যাওয়ায় অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, তবে কি তিনি এবার রাজনীতির পথে হাঁটছেন?

অবশেষে এ নিয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করলেন জিৎ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারকে দেওয়া এক লিখিত বার্তায় তিনি জানান, ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন।

অভিনেতা বলেন, নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই আমন্ত্রণের সম্মান রাখতেই তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। একইসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সময়ও তিনি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

জিৎ আরও বলেন, সব রাজনৈতিক দলকেই তিনি সম্মান করেন। তবে তার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা আছে এমন গুজব না ছড়ানোর জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন এই জনপ্রিয় অভিনেতা।

কেকেআরের স্বস্তি! আইপিএল থেকে ছিটকে গেল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন, টানা তিনটে মরশুম ঘটল অঘটন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি : শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন গুজরাত টাইটান্স এদিন চেন্নাই সুপার কিংসকে ৮৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে আইপিএল থেকে ছিটকে দিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে গুজরাত টাইটান্স নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৯ রানের পাহাড়সম স্কোর তোলে।

জবাবে ২৩০ রানের কঠিন লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে চেন্নাই সুপার কিংস তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে এবং মাত্র ১৩.৪ ওভারে ১৪০ রানে অলআউট হয়ে যায়। এই লজ্জাজনক হারের ফলে আইপিএলের ইতিহাসে প্রথমবার চেন্নাই সুপার কিংস টানা তিন মরসুম — ২০২৪, ২০২৫ ও ২০২৬ — প্লে-অফে উঠতে ব্যর্থ হল।

গুজরাতের ১৪ ম্যাচে এটি নবম জয়, ফলে তাদের পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ১৮ এবং তারা পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে চেন্নাইয়ের ১৪ ম্যাচে এটি অষ্টম হার। চেন্নাইয়ের ইনিংসের শুরুটাই ছিল ভয়াবহ। তারকা ব্যাটসম্যান সঞ্জু স্যামসন এবং উইকেটরক্ষক উর্বিল প্যাটেল খাতা না খুলেই মহাম্মদ সিরাজের শিকার হন। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৭ বলে ১৬ রান এবং ম্যাথিউ শর্ট ১৪ বলে ২৪ রান করে ইনিংস সামলানোর চেষ্টা করলেও বড় রান করতে পারেননি। শিবম দুবে ১৭ বলে ৪৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন, ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ৪টি ছক্কা। শেষদিকে অংশুল কম্বোজও ৮ বলে ১৯ রান করেন, কিন্তু অন্য প্রান্তে নিয়মিত উইকেট পড়তে থাকায় সেই লড়াই যথেষ্ট হয়নি। গুজরাতের হয়ে বল হাতে মহম্মদ সিরাজ, কাগিসো রাবাডা এবং রশিদ খান তিনটি করে উইকেট নিয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন। তাদেরঁ বিধ্বংসী বোলিংয়ে চেন্নাইয়ের ব্যাটিং লাইনআপ পুরোপুরি ভেঙে পড়ে এবং গুজরাত একতরফা জয় তুলে নেয়।

ওপেনার সাই সুদর্শন ও অধিনায়ক শুভমন গিলের অর্ধশতক এবং তাদের শতরানের জুটির সৌজন্যে গুজরাত টাইটান্স চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে ২২৯ রান তোলে।

চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে মুকেশ চৌধুরি, স্পেন্সার জনসন ও অংশুল কম্বোজ একটি করে উইকেট নেন। টস জিতে চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় প্রথমে গুজরাটকে ব্যাট করতে পাঠান। এরপর গিল ও সুদর্শন পাওয়ারপ্লেতে উইকেট না হারিয়ে ৬২ রান তুলে দলকে শক্ত ভিত গড়ে দেন।

বিশ্বকাপের আগে মলিনাকে নিয়ে দুঃসংবাদ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লা লিগায় সেলতা ভিগোর বিপক্ষে ১-০ গোলে হারের ম্যাচে বড় এক ধাক্কা খেয়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। শনিবার ঘরের মাঠে বদলি হিসেবে নামলেও ম্যাচ শেষে জানা যায়, পেশির চোটে পড়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ডিফেন্ডার নাহুয়েল মলিনা।

রবিবার রাতে আতলেতিকো মাদ্রিদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অন্তত তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে মলিনাকে।

২৮ বছর বয়সী মলিনা ইনজুরি নিয়ে চিন্তায় রয়েছে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলও। ১১জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে আলবিসেলেস্তেদের প্রথম ম্যাচ ১৬ জুন। তবে তিন সপ্তাহের এই অনুপস্থিতির কারণে টুর্নামেন্টের আগে নিজের ছন্দ ফিরে পাওয়া নিয়ে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন মলিনা। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে পর্যাপ্ত অনুশীলন ছাড়া তার ফেরাটা আর্জেন্টিনা শিবিরের জন্য কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে এই মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলো মিস করার পাশাপাশি মলিনাকে এখন পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার দিকে। যাতে বিশ্বকাপের আগেই তিনি পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেন।

চোটে এল ক্লাসিকোতে নেই ইয়ামাল, চাপে বার্সা শিবির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এল ক্লাসিকোর আগে বড় ধাক্কা খেয়েছে বার্সেলোনা। চোটে দলটির তারকা ফরোয়ার্ড লামিন ইয়ামালকে বেঞ্চে বসে কাটাতে হচ্ছে। ইয়ামালের অনুপস্থিতিতে ডান প্রান্তে আক্রমণের দায়িত্ব পড়ছে রাফিনিয়ার কাঁধে।

চলতি মৌসুমে বার্সেলোনার আক্রমণভাগের প্রাণভোমরা হয়ে উঠেছেন লামিন ইয়ামাল। তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প খুঁজছেন কোচ হান্সি ফ্লিক। তবে, নিজের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে রাফিনিয়া বলেন, যদি আমি ডান প্রান্তে খেলি, তবে আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা করবেন না। কারণ আমি লামিন নই। লামিন একজন তারকা এবং সে মাঠে যা করে তা অবিশ্বাস্য।

তার এমন মন্তব্য ভক্তদের মধ্যে কিছুটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও, বড় ম্যাচের আগে চাপ কমানোর একটি কৌশল হিসেবে দেখছেন অনেকে।

দীর্ঘ বিরতির পর ক্লাসিকোর মঞ্চে ফিরছেন রাফিনিয়া নিজেও। আন্তর্জাতিক বিরতিতে ব্রাজিলের হয়ে প্রীতি ম্যাচ খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন তিনি। এই চোটের কারণে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও খেলতে পারেননি। লম্বা সময় পুনর্বাসন শেষে দলে ফিরলেও এখনো শতভাগ ফিট নন।

রাফিনিয়া বলেন, আমি এখনো সেরা ছন্দে ফিরতে একটু পিছিয়ে আছি। রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচটি অনেক কঠিন হবে। গাণিতিক হিসেবে তারা এখনো লিগ জয়ের লড়াইয়ে আছে, তাই আমাদের এক বিন্দু ছাড় দেবে না।

দলবদলের বাজারে রাফিনিয়াকে নিয়ে প্রায়ই গুঞ্জন ওঠে। তবে ক্লাসিকোর আগে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন তিনি। ২০২৮ সাল পর্যন্ত বার্সার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রাফিনিয়া বলেন, আমি নিজেকে আগামী অনেক বছর এই ক্লাবেই দেখছি। যদি ক্লাব কথা বলতে চায়, আমি প্রস্তুত। তবে আমার দিক থেকে বার্সা ছাড়ার কোনো চিন্তা নেই।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR